বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮

তারিখ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫ / ০৩ কার্তিক ১৪৩২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন (Write-off) এবং তা আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণে ইউনিট গঠন ও এর কার্যাবলী সংক্রান্ত নীতিমালা

উপর্যুক্ত বিষয়ে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪, তারিখ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। দীর্ঘদিন ধরে অনাদায়ী ঋণ হিসাবসমূহকে স্থিতিপত্রে প্রদর্শনের ফলে ব্যাংকের স্থিতিপত্রের আকার অনাবশ্যক স্ফীত হয়। এ প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ঐ সকল মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণ অবলোপন করা হয়, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি পদ্ধতি। সূত্রোক্ত সার্কুলারের অনুচ্ছেদ ২(১) মোতাবেক যে সকল ঋণ হিসাব একাদিক্রমে ০২ (দুই) বছর মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত রয়েছে সে সকল ঋণ হিসাব অবলোপনের সুযোগ রয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ৪(১২) এ অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নগদ প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সার্কুলারটির বর্ণিত অনুচ্ছেদদ্বয় সংশোধনের আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া, ঋণ অবলোপন পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা তাঁর ঋণের সম্পূর্ণ দায় পরিশোধ না করা পর্যন্ত যথানিয়মে খেলাপী ঋণগ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হন বিধায় অবলোপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ঋণগ্রহীতাকে অবহিতকরণের আবশ্যকতা রয়েছে।

৩। এক্ষণে, আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনা যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উল্লিখিত সার্কুলারের অনুচ্ছেদ নং- ২(১) ও ৪(১২) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো:

২(১) মন্দ ও ক্ষতিজনকমানে শ্রেণিকৃত এবং ভবিষ্যতে আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ এরূপ ঋণ হিসাব অবলোপন করা যাবে। তবে, কালানুক্রমিকভাবে অধিকতর পুরোনো মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবলোপন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে কোনো ঋণ হিসাব অবলোপনের অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবস পূর্বে ঋণগ্রহীতাকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে ঋণ অবলোপনের বিষয়টি অবহিতকরণ নিশ্চিত করতে হবে;

৪(১২) ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালা মোতাবেক অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের বিপরীতে আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নগদ প্রণোদনা প্রদান করা যাবে। কোনো ব্যাংকের অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের বিপরীতে নগদ প্রণোদনা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা না থাকলে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে তা প্রণয়ন করতে হবে।

৪। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

৫। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ বায়েজীদ সরকার)
পরিচালক(বিআরপিডি)
ফোন: ৯৫৩০২৫২